নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু হল— সমাজের নিরীহ তথা নিপীড়িত মানুষগুলির প্রতি ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অত্যাচার ও নিপীড়ন, ওপরতলার মানুষদের শঠতা, স্বার্থপরতা, নির্বুদ্ধিতা, সংকীর্ণতা এবং ছলচাতুরি। মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলির পর্যবেক্ষণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নাসিরুদ্দিনের। যখনই তার সুযোগ এসেছে তিনি প্রতিবাদ করেছেন কখনো বা ব্যঙ্গোক্তিতে, আবার কখনো বা পরিহাস এবং বিদ্রূপের মাধ্যমে। অনাচারকে ধিক্কার জানিয়েছেন, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। নাসিরুদ্দিনের আক্রমণ থেকে সেদিন কেউই রেহাই পান নি— যতই তিনি কেউকেটা হোন না কেন— রাজা, মন্ত্রী, মোল্লা, কাজী, আমীর, উজির কেউই না। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রবল পরাক্রমশীল তৈমূরলঙ্গকেও রেহাই দেয়নি।

ভারতী সেনগুপ্ত

জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রুশ ভাষা এবং সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কর্মসূত্রে সতের বছর কেটেছে রাশিয়া এবং কাজাকস্তানে। দিল্লীতে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় নৌ সেনা অফিসারদের জন্য রুশ ভাষার অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। বালগেরিয়া দূতাবাসে বেশ কিছুদিন কর্মরত ছিলেন। ভারত সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংগঠনে (ইস্‌কাস্‌) রুশ ভাষার অধ্যাপিকা ছিলেন। এ ছাড়াও ভারত সরকারের আমন্ত্রণে I. C. C. R. এর এবং বিভিন্ন সোভিয়েত রিপাব্‌লিক থেকে বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে দোভাষীর কাজ করেছেন। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন বিদেশী ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রুশ বিভাগের অধ্যাপিকা।

তৃষ্ণা বসাক

জন্ম কলকাতায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. ই. এবং এম. টেক.। সরকারি মুদ্রণসংস্থায় প্রশাসনিক পদ, উপদেষ্টা বৃত্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শী অধ্যাপনা, সাহিত্য অকাদেমিতে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্পের দায়িত্বভার প্রভৃতি বিচিত্র কর্ম অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীকে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। শৈশবে নাটক দিয়ে লেখালেখি শুরু। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের পাশাপাশি ছোটদের জন্যে কল্পবিজ্ঞান লিখে থাকেন নিয়মিত। মৈথিলি থেকে বাংলা অনুবাদে সমান ক্রিয়াশীল। সম্পাদনার ক্ষেত্রে মোল্লানাসিরুদ্দিনের গল্প তাঁর এক নবতম সংযোজন।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প

উজবেক থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ

এ. রাহিম

এম. শেভেরদিনা

রুশ থেকে অনুবাদ

ভারতী সেনগুপ্ত

সম্পাদনা

তৃষ্ণা বসাক

এবং মুশায়েরা

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০০৭৩

MOLLA NASIRUDDINER GALPA
A Collection of Bengali Short Stories from Uzbek Language in to Russian
by A Rahim and M. Sheverdiana and Bengali Translation from Russian
by Bharati Sengupta
Edited by Trishna Basak

Rs. 400.00

© বাংলা অনুবাদের সত্ব ভারতী সেনগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪২৪। অক্টোবর ২০১৭

প্রকাশক
সঞ্জয় সামন্ত
এবং মুশায়েরা
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
Email: mushayera@gmail.com

প্রচ্ছদ
হিরণ মিত্র

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট
৩২এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

ISBN 978-93-85119-88-0

মূল্য : চারশত টাকা

উৎসর্গ

আমার বড় আদরের নাতি গুডলা সোনার হাতে
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলি তুলে দিলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নাসিরুদ্দিনের এই গল্পগুলি অনুবাদের সময় আমাকে কিছু কিছু ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই সময় আমার কাজাক এবং উজবেক বন্ধুরা বিভিন্ন ভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। এদের মধ্যে যাদের নাম না করলেই নয় তারা হলেন :

মুনিরা আবিদখোঝাইয়েভা, গালিয়া আতাবায়েভা, বাল্‌গিরিয়েভনা এবং দিনারা ভেরশিম্‌কুলভা।

গল্পগুলি অনুবাদের সময় যাঁর উৎসাহ এবং পরামর্শ আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তিনি হলেন জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জে. এন. ইউ.) ভাষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ডিন এবং রুশ অধ্যয়ন কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক অমর বসু।

বই শেষ হলেও আনুষঙ্গিক নানান কাজ থেকে যায়। আমার স্বামী শ্রী গৌতম সেনগুপ্ত আমাকে এই কাজগুলিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই "এবং মুশায়েরা"র কর্ণধার শ্রী সুবল সামন্ত মহাশয়কে, যাঁর উৎসাহ, উদ্যম এবং সাহায্য ছাড়া বইটি বাঙালি পাঠকের হাতে এত তাড়াতাড়ি তুলে দেওয়া যেত না।

এদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ভারতী সেনগুপ্ত

নিবেদন

লোকটা আসলে কী, তাই নিয়ে ধন্দে থাকত সবাই। অতি দক্ষ খেলোয়াড়, নাকি নিপাট গাধা, দয়ালু না নিষ্ঠুর, সরল না প্যাঁচালো, দার্শনিক না মূর্খ, দিলদরিয়া না কিপটে— ভেবে কূলকিনারা পেত না কেউ। আট আটটি শতক পার হয়েও সে ধন্দ কাটেনি। উপরন্তু যোগ হয়েছে সময় কাল নিয়ে সংশয়। মোল্লা নাসিরউদ্দিন কি সত্যই তৈমুরলঙ্গের সমসাময়িক, নাকি তাঁর কিছু আগের সময়ের মানুষ? তাঁর জন্মস্থান ঠিক কোথায়, তুরস্ক, নাকি উজবেকিস্থান, নাকি আজারবাইজান, তা নিয়ে ও বিস্তর ধোঁয়াশা। মোল্লা নাসিরউদ্দিন বলে সত্যিই কি কেউ ছিলেন, নাকি তিনি এক কাল্পনিক চরিত্র— এ নিয়েও নানা তর্ক বিতর্ক। কিন্তু যে বিষয়টি তর্কাতীত তা হল স্বৈরাচারী শাসন, সামাজিক বৈষম্য, নিপীড়ন, সঙ্কীর্ণতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে মোল্লা নাসিরউদ্দিন এক নির্ভীক প্রতিবাদী স্বর। আর এই প্রতিবাদের গঠনটাও ছিল তাঁর নিজস্ব। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, সরস টিপ্পনী, বারবার প্রতিষ্ঠানের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে।

মৌলবাদ ও তার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্ত্রাস আজ সারা পৃথিবীর একটা জ্বলন্ত সমস্যা। ঠিক এই মুহূর্তে বাংলায় মোল্লা নাসিরউদ্দিনের গল্পের প্রকাশ কোন সাধারণ ঘটনা নয়। বাঙালি পাঠক এর আগে এভাবে এত বেশি করে গল্পগুলি পায়নি। উজবেক ভাষায় লিখিত 'বিশ্ববন্দিত মহাজ্ঞানী নাসিরউদ্দিন আফান্দির আজব সত্য কাহিনি' রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। সেই সমগ্র বইটি রুশ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে শ্রীমতী ভারতী সেনগুপ্ত বাঙালি পাঠকের সামনে বাস্তবিক এক রত্নভান্ডার খুলে দিয়েছেন। আর সেগুলি প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে একটি পুণ্যকর্ম করেছে 'এবং মুশায়েরা'।

এই গ্রন্থের শেষ গল্পটিতে আছে, কীভাবে শেষ নামাজটি না পড়ে যমদূত আজরাইলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন নাসিরউদ্দিন। আজো শেষ নামাজটি পড়া হয়ে ওঠেনি নাসিরউদ্দিনের। তাই যম স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে। অমরতার এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী-ই বা হতে পারে?

কলকাতা
১৬ জুন ২০১৭

তৃষ্ণা বসাক

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৫

চশমা ২১ নিরীহ ছাত্রদের দল ২১ মহাপাপ ২১ প্রতিশোধ ২২ ভাগ্যিস ডুমুর ছিল ২৪ যেমন গুরু তার তেমনি চ্যালা ২৫ যদি আল্লার ইচ্ছে হয় ২৬ বুদ্ধিমতী বউ ২৭ অসাধারণ খরগোশ ২৮ আঃ উঃ ৩১ ছেলেবেলার বুদ্ধি ৩৩ কলেরা রোগ আসতে দেরি করল ৩৩ কয়লার টুকরো ৩৩ কাজীর কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় ৩৪ সুন্দর স্বপ্ন ৩৪ কুকুরকে মারল নাসিরুদ্দিন ৩৪ অপয়া ৩৫ গ্রীক পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা ৩৬ গাধার প্রশিক্ষণ ৩৮ পিঠে ব্যথা ৩৯ গাছ সাক্ষী ৪১ লোকটি খাওয়া ছাড়া আর কিছু বোঝে না ৪৩ চার স্বর্ণ মুদ্রা ৪৪ নাসিরুদ্দিন মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে ৪৫ নাসিরুদ্দিন ঘোড়া কিনছে ৪৬ পাপের থেকে মুক্তি ৪৮ হাকিমদের ওপর রাগ আজ্রাইলের ৪৯ তৈমূরলঙ্গের ভ্রমণকাহিনী ৫০ নাসিরুদ্দিন নিজেকে মহাপুরুষ ভাবছে ৫১ অদ্ভুত বেড়াল ৫২ বাদশাহকে উচিত জবার দিল নাসিরুদ্দিন ৫৩ মোল্লার কি মাথা ছিল? ৫৫ চাবুক জাদু জানে ৫৮ পিতৃআজ্ঞা ৫৯ কঞ্জুস গৃহকর্তা ৬০ এর চেয়ে ভালো মালিক ৬১ দিব্যদৃষ্টি ৬২ গাধায় রূপান্তর ৬৪ দাঁতের ব্যথার ওষুধ ৬৫ নেকড়ে বাঘ ৬৭ সমবেদনা ৬৭ শয়তানের উপদেশ ৬৮ কেবল নেওয়া ৬৮ গোমড়া মুখ ৬৯ চাঁদির সিক্কা ৬৯ রোগা হাড়ে নাসিরুদ্দিন ৭০ রাজার চরিত্র ৭০ গাধার কাণ্ড ৭১ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ৭২ কাশি সারাবার উপায় ৭২ কাজের পাথর ৭৩ কড়াই কখনো মরতে পারে? ৭৪ দোকানদারের বেড়াল ৭৪ দামী পেট ৭৫ দুঃখীর সাহারা ৭৬ চারখানা মাদুর ৭৭ চোরকে মারল ৭৭ কাবাবের গন্ধ ৭৮ পোলাও ৭৮ আমার এখন সময় নেই ৭৯ সবাই ভালো আছে ৮০ কীভাবে গাধাকে পড়াশুনো শেখানো যায় ৮২ কল্পনা করবারও উপায় নেই ৮৩ নাসিরুদ্দিনের বাজি লড়া ৮৪ কলসির ভেতর পাখি ৮৬ সঠিক ভাগ ৮৭ দশটা ডিমের ওমলেট ৮৮ বিতাড়িত ৯০ শিকারী পাখি ৯১ বকশিসের ভাগ ৯৩ কোন্‌টা ডান আর কোনটা বাঁ দিক ৯৪ দেবদূতদের সঙ্গে গল্পগুজব ৯৪ সবচেয়ে সাহসী ৯৫ চিঠি পাইনি ৯৬ নরকের একচ্ছত্র সম্রাট ৯৭ গাধার পরিচালক ৯৭ কুঁড়ে লোক ৯৭ কেমন করে গাধা চুরি হল? ৯৮ কলসি ভর্তি সোনা ৯৮ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ৯৯ বেকার ১০০

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক ১০০ কাবাব উড়ে গেল ১০১ এক বস্তা গম ১০২ বাদশাহের রচিত কবিতা ১০২ বাবা কে ছিল? ১০৩ কার শক্তি বেশি ১০৪ গাধা যখন মৌলবী হল ১০৪ প্রধান কাজী ১০৬ আল্লার উপহার ১০৭ চমৎকারীত্ব প্রদর্শন ১১১ বংশধরদের জন্য চিন্তা ১১২ রূপোর টাকা ১১২ নক্ষত্রদের ঠকানো ১১৩ আরও ভয়ঙ্কর ১১৩ আল্লার কাছে প্রার্থনা ১১৪ মিথ্যেবাদী কী করে প্রধান বিচারক হয়? ১১৫ উটেদের ডানা থাকলে কী হত? ১১৬ উট ডুবে গেল ১১৬ নিজেদেরও খেয়াল রাখতে হয় ১১৭ একটা টাকা ১১৮ গাধার সঙ্গে যদি হারিয়ে যেতাম ১১৮ এক পা-ওয়ালা হাঁস ১১৯ উঁচু থেকে দেখা যায় না ১১৯ নাসিরুদ্দিনের থলে ১২০ নির্জন আবাস ১২০ নাসিরুদ্দিন পাখার ব্যবস্থা করছে ১২১ মুসলমানের দাড়ি ১২১ নাসিরুদ্দিন হাসল কেন? ১২২ নাসিরুদ্দিনের বয়স ১২৩ কাজী কালান ১২৩ তুমি ঠিকই বলেছ ১২৪ আগে বা পরে ১২৪ যাতে দোস্তের জন্য মন খারাপ না হয় ১২৫ উঃ বলার জন্য রোজগার ১২৬ মসজিদের দরজা ১২৬ নাসিরুদ্দিনের থলে হারিয়ে গিয়েছিল ১২৭ অন্যের আঙুরের ক্ষেতে ১২৮ সাহিত্যের আলোচনা ১২৮ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ১২৯ প্রধান কাজীর চিঠি ১২৯ নতুন গল্প ১৩০ পড়শীর ছাগল ১৩১ কাজীর সঙ্গে কথোপকথন ১৩২ চতুর্থ উপদেশ ১৩৩ ভদ্র ব্যবহারের জন্য পুরস্কার ১৩৩ আইন অনুযায়ী ১৩৪ কৃতজ্ঞ হাঁস ১৩৫ খরগোশ ১৩৫ আমীরের আত্মীয় স্বজন ১৩৬ তুচ্ছ লোক ১৩৭ সবচেয়ে বড় মিথ্যে কথা ১৩৮ নাকবন্ধ ১৩৮ হারানো ভেড়া ১৩৯ অবিচার ১৪০ ঘুম আসবার উপায় ১৪০ হালুয়ার তৈরি ধর্মের পুস্তক ১৪১ নিশানা হিসেবে নাসিরুদ্দিন ১৪১ বাড়িতে চোর ঢুকেছে ১৪২ বোঝাপড়া ১৪২ পবিত্র ও অপবিত্র জন্তু ১৪৩ পাগড়ির নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল ১৪৩ মসজিদে গাধা ১৪৪ অসাধারণ জন্তু ১৪৫ অকৃতজ্ঞের দল ১৪৫ চাষার ভীমরতি ১৪৬ লাঠিটাও যেন এদের জন্য যথেষ্ট নয় ১৪৭ সঠিক চিহ্ন ১৪৭ নিজের ছায়া ১৪৮ গরম গরম রুটি ১৪৯ আল্লার ওপর অভিমান ১৫০ সম্রাটের আত্মপ্রশংসা ১৫০ শান্তি ১৫১ প্রয়োজনীয় জিনিস কখনো ভারী হয় না ১৫২ কৃষক ১৫২ নিজের কাজ কর ১৫৩ মাছির অত্যাচার ১৫৩ ভুল গণনা ১৫৪ আগাম উপবাস ১৫৫ ইঁদুর মারার বিষ ১৫৬ সবচেয়ে উদার ১৫৬ এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ১৫৭ ঝঞ্ঝাটে পাগড়ি ১৫৮ কেবল আমার সামনে নয় ১৫৮ খালি কড়াই ১৫৯ রান্নার কাগজটা তো আমার হাতে ১৬০ সোনালি মাছ ১৬০ মুটের ভয়ে ১৬১ স্যুপের অবশিষ্টাংশ ১৬২ আধ্যাত্মিক শক্তি ১৬৩ প্রার্থনা ১৬৩ আল্লার মেহেরবানী ১৬৪ আল্লাকে বোঝবার ক্ষমতা ১৬৪ আল্লার লীলা ১৬৫ মানুষের জিভ ১৬৬ নাসিরুদ্দিনের রামছাগল ১৬৭

কে বেশি জেদী ১৬৭ নেকড়ের নাম ১৬৮ অতিথি সেবা ১৬৯ নেমন্তন্ন ১৬৯ আমি এখন গভীর ঘুমে ১৭০ চিঠি ১৭১ এক লেপের মধ্যে চারজন ১৭১ এক বস্তা ময়দা ১৭২ থলে ১৭২ অদ্ভুত শিশু ১৭৩ লোকটা নিজেকে খুব চালাক ভাবত ১৭৪ লোকেদের কী করে সন্তুষ্ট করা যায় ১৭৫ গাধা ভবিষ্যদ্বক্তা ১৭৫ গাধার চাদর ১৭৬ গাজর আর মূলো ১৭৭ দেনা শোধ ১৭৮ আনন্দের জোয়ার ১৭৮ প্রতিদিন কেন উৎসব হয় না? ১৭৯ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ১৮০ গতকালের ভেড়ার মাথা ১৮০ গাধাকে শিক্ষা দেওয়া হল ১৮১ ল্যাজবিহীন গাধা ১৮২ আপনার পাওনা কত? ১৮২ যেমন মনিব তেমন তার ভৃত্য ১৮৩ লাঠির গুণ ১৮৪ তৈমূরের চেহারা ১৮৫ বাদশাহের পরমায়ু ১৮৫ কাজ লাটে উঠবে ১৮৬ ইহুদির রুটি ১৮৭ ডাক্তারকে বোকা বানানো ১৮৮ বাজি ১৮৮ এটা কিংবা ওটা ১৮৯ একগুচ্ছ দাড়ি ১৯০ রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ ১৯১ সওদাগর ১৯১ ঋণশোধ ১৯২ বলা তো সহজ ১৯৩ ভাষা বোঝে না ১৯৩ ভাঙা লাঠি ১৯৪ পাতলা রুটি ১৯৪ মারাত্মক পাপ ১৯৫ মাথা নিচে ১৯৫ সব পোষাক ১৯৫ ঘুম পালিয়েছে ১৯৬ ধাপ্পাবাজি ১৯৬ গরম স্যুপ ১৯৭ মহাজ্ঞানী নাসিরুদ্দিন ১৯৭ নাসিরুদ্দিন ভয়ে লুকোচ্ছে ১৯৮ প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন নাসিরুদ্দিন ১৯৯ গাধী বিয়ে করতে গেছে ২০০ পৃথিবীর শেষ দিন কবে আসবে? ২০১ টাকা গলে গেল ২০১ নাসিরুদ্দিন ওপর দিকে তাকিয়ে চলেছে ২০২ আলখাল্লার খোঁজে ২০২ মিথ্যে সাক্ষী দিতে চাইল না নাসিরুদ্দিন ২০৩ গরম দেশে ২০৩ গাধার খোরাক ২০৪ গাছের ফল ২০৫ নাস্তিক ২০৫ আল্লার দান ২০৫ সুলতানের সমাধি ২০৬ এটি কোন সমস্যাই নয় ২০৭ নাসিরুদ্দিনের হিসাব ২০৭ আল্লা ছাড়া আর কেউ পারবে না ২০৮ পৃথিবীর শেষ দিন ২০৯ মিথ্যে সাক্ষীর পরিবর্তে ২০৯ বুদ্ধি খরচ করে কাজ করা ২১০ নামাজ পড়ার জন্য পারিশ্রমিক ২১১ গাধার ইচ্ছে ২১২ উৎসর্গ ২১২ মাটির কলসি ২১২ উপোষ করবার দরকার কী? ২১৩ তবলার আওয়াজ ২১৩ বাড়িতে ছিলাম না ২১৩ আনাড়ি নাপিত ২১৪ আল্লার বুদ্ধি আছে বলতে হবে ২১৪ বরফ ২১৪ ঘোড়ায় চড়া হল না ২১৫ নাসিরুদ্দিনের উনুন ২১৫ গাধার পিঠে বসবার নিয়ম ২১৫ অযথা ছুটোছুটি করা ২১৬ চৈনিক রাশিফল অনুযায়ী ২১৬ জেলের একটি ঘটনা ২১৬ ইচ্ছে পূরণ ২১৬ কখন নিজে উঠে আসবে? ২১৭ নাসিরুদ্দিনের ব্যবসা ২১৭ কেন নাসিরুদ্দিন গর্ত খুঁড়ছে? ২১৭ কেন গাধাকে নিলে? ২১৮ ধ্বংসস্তূপ ২১৮ কী কারণে নাসিরুদ্দিনের ঘোড়া হাসছে ২১৯ সবচেয়ে বোকা লোক ২১৯ পৃথিবীটা কত বড় ২১৯ ভেড়ির গলার আওয়াজ ২২০ কোরাণের বাণী ২২০ আদর্শ পুরুষমানুষ ২২০ কাক ২২১ অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা ২২১ বাদশাহের মৃত্যু ২২২ দাঁতে ব্যথা ২২২ নরকে ২২৩ ঘুম ২২৩ স্বর্গে থাকার ব্যবস্থা ২২৩

দুই গাধার বোঝা ২২৩ কঠিন প্রশ্ন ২২৪ দূরত্ব ২২৪ পূরণো কবরে ২২৪ পূরণো কবরে ২২৪ পেঁয়াজের পাত্র ২২৫ খুব সহজ ২২৫ উজিরের স্বপ্ন ২২৬ সম্মান ২২৬ কেমন করে পিচ্ ফল খেতে হয় ২২৬ ভুট্টার রুটি ২২৭ ভক্তদের জব্দ করল নাসিরুদ্দিন ২২৭ ওদেরই বরং পাঠানো হোক ২২৭ মরুযাত্রীদের দল ২২৮ কাঁটা গাছের ডাল ২২৮ যথাযথ ভাগ ২২৯ নগরপ্রধানের গাধা ২২৯ নাসিরুদ্দিনের বক্তৃতা ২৩০ কিছুই খাচ্ছি না ২৩১ কোরাণেই তো লেখা আছে ২৩১ নাসিরুদ্দিনের দুঃখ ২৩২ শয়তানের মা ২৩২ যথার্থ উত্তর ২৩৩ চিকিৎসার খরচা ২৩৪ নাসিরুদ্দিনের হাসি ২৩৪ তাহলে তো আমিই মরে যেতাম ২৩৫ গাধাকে বকা ২৩৫ সমস্যার সমাধান ২৩৬ নাসিরুদ্দিনের প্রতিবেশী ২৩৬ নরখাদক ২৩৭ অভাবের ওষুধ ২৩৮ মাটির নিচে ২৩৮ গাধার মাথা ২৩৯ বিষ ২৪০ অসাধারণ পাখি ২৪০ রুটি ২৪১ বেগুনের তরকারি ২৪২ অবতারদের সিঁড়ি ২৪২ সমুদ্রের জল নোনতা হয় কেন? ২৪৩ প্রধান অস্ত্র ২৪৩ সাঁতার ২৪৩ কেবল মাঝখানে নয় ২৪৪ চোখে অন্ধকার ২৪৪ শেয়ালের শাস্তি ২৪৪ ভালুকের সঙ্গে লড়াই ২৪৫ মিনার তৈরি ২৪৬ বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম ২৪৬ মোরগের লড়াই ২৪৭ আজরাইলকে হুকুম দেওয়া হোক ২৪৮ চমৎকার গোরু ২৪৮ পোশাকের সম্মান ২৪৯ বোকা গাধা ২৫০ রুটির উপর লিখিত বিবরণ ২৫০ দোকানের মালিক তো আমি নই ২৫১ কুয়োতে চাঁদ ২৫১ অকৃতজ্ঞ মুরগির দল ২৫২ যার জন্য চেঁচামেচি ২৫৩ টিয়াপাখি এবং হাঁস ২৫৩ দুটো দরজা ২৫৪ হৃদরোগ কেন হয় ২৫৪ সমরখন্দের ফটক ২৫৫ উটের মল ২৫৫ এখানে বড় হব না ২৫৬ দাম্ভিক কথাবার্তা ২৫৬ সম্রাটের খাবারের অবশিষ্টাংশ ২৫৭ তাহলে তো আমার বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পেত ২৫৮ জমিদার ২৫৮ আমি অতি চালাক নই ২৫৯ বউকে হাজার টাকা উপহার ২৬০ বউ হিসেব বুঝিয়ে দিল ২৬০ সেনাপতির হামবড়াই গল্প ২৬১ সবচেয়ে ভালো বাজনা ২৬১ উপযুক্ত ব্যবস্থা ২৬২ ওই জগতে ২৬২ নরকে যাওয়া বরং ঢের ভালো ২৬৩ নাসিরুদ্দিনের তির ছোঁড়া ২৬৪ নামাজ পাঠ ২৬৪ মাছ ধরা হল না ২৬৫ মসলিনের কাপড় ২৬৫ মাথা ২৬৬ প্রকৃত পরিচয় ২৬৬ ভেড়াই তো সব বলে দিল ২৬৭ ভুল সংশোধন ২৬৮ মাথায় বুদ্ধি নেই ২৬৮ পোলাও মাংসের পর ২৬৮ মৃগয়ায় একটি ঘটনা ২৬৯ নাকডাকা ২৬৯ নাসিরুদ্দিনের মন্দ কপাল ২৬৯ মাফ চাওয়া ২৭০ একটা আঙুর ২৭০ নতুন রান্নাঘর ২৭০ ইব্‌লিশের বিবির না কী ২৭১ নাসিরুদ্দিনের হালুয়া তৈরি ২৭১ তাতে তোমার কী? ২৭২ আলকাতরার জাদু ২৭২ নাসিরুদ্দিনের প্যান্ট কেনা ২৭২ চল্লিশ বছরের পুরোনো ভিনিগার ২৭৩ শাসকের ইচ্ছেনুযায়ী ২৭৩ কোথায় স্বর্গ ২৭৪ হাকিমের চিকিৎসা ২৭৪ কোকিল ২৭৫ নিরাপদে তো আছে ২৭৫ সৈন্যের ল ২৭৬ লোভ ২৭৬ ঘোড়ার গল্প ২৭৭ শেষ উপলব্ধি ২৭৭ দায়িত্ব ২৭৮ াল স্যুপ ২৭৯ যাদুকর ২৭৯ কখন কাঁদব ২৮০ পেটুক অতিথি ২৮০ পুরোনো াকা ২৮১ আল্লা থাকেন কোথায় ২৮১ বক বক শোনার শাস্তি ২৮১ আল্লার

দয়া ২৮১ নাসিরুদ্দিনের বউয়ের অসুখ ২৮২ পাগড়ি ২৮২ ঠিক সময়ে সরে পড়েছে ২৮৩ নিচে কী আছে ২৮৩ টাকার ব্যাগ হারিয়ে ২৮৩ সূর্য এবং ছায়া ২৮৪ আলখাল্লা চুরি ২৮৪ প্রকৃত ভালো ২৮৫ যাতে চোর চুরি করতে পারে না ২৮৫ লম্বা জিভ ২৮৫ মঞ্চে উঠে ২৮৬ চোখে ব্যথা ২৮৬ কৃপণের বাড়িতে অতিথি ২৮৬ চেরি ২৮৭ ধর্মগুরু ২৮৭ কুকুর ২৮৭ নাসিরুদ্দিন যখন মোয়োজ্জিন ছিল ২৮৮ একটু তফাৎ ২৮৮ বাঁ পা ২৮৯ বড় কবর ২৮৯ বাদাম ও তরমুজ ২৮৯ জুতো ২৯০ হামবড়াই ২৯০ শোক করবার সময় কোথায় ২৯০ আমার মাথা গেল কোথায় ২৯১ সময়ের হিসেব ২৯১ জামাকাপড় গায়ে না দিয়েই ২৯১ বংশ পরম্পরাগত ব্যাপার ২৯২ বাড়িতে গাধা ঢুকে পড়েছে ২৯২ কে বড় ২৯৩ হাঁসের স্যুপ ২৯৩ নাসিরুদ্দিন আর চোর ২৯৩ মোমবাতির আলো ২৯৪ মস্‌জিদে নাসিরুদ্দিন ২৯৪ সবই আল্লার ইচ্ছা ২৯৪ একই দিকে ২৯৫ ব্যাঙদের প্রতি কৃতজ্ঞ ২৯৫ ধার্মিক ২৯৫ নিজের কান নিজে কামড়েছে ২৯৬ তৈমূরলঙ্গের অনুচরবর্গ ২৯৬ জুতো পায় দিয়ে ঘুমোবো ২৯৭ হালুয়া ২৯৭ ভাজা তিল ২৯৭ ও কি আসবে? ২৯৮ শার্টের মালিক ২৯৮ ইব্‌লিসের দাড়ি ২৯৮ সবচেয়ে শক্তিশালী ২৯৯ স্বর্গ ও নরক ২৯৯ গাধার জন্য শোক ৩০০ আয়না ৩০০ পাঁচড়া ৩০০ নিজেই নিজের নাম লিখেছে ৩০১ কাকে বিশ্বাস করা ৩০১ কী থাকবে? ৩০২ কে কাকে বোকা বানালো? ৩০২ ইব্‌লিস্ ৩০৩ নাসিরুদ্দিন যখন মোল্লা ছিল ৩০৩ কে জন্মালো? ৩০৩ নাসিরুদ্দিনের কানে ব্যথা ৩০৪ নাসিরুদ্দিনের স্বপ্ন ৩০৪ অন্ধ ৩০৪ কোনদিকে বসে নামাজ পড়া? ৩০৫ পিচ ফল ৩০৫ পাঁচ ভাই ৩০৬ কাকের ছানা ৩০৬ তার বুদ্ধি কখনোই ছিল না। ৩০৬ রাঁধুনিদের তত্ত্বাবধানে ৩০৭ বলিরেখা ৩০৭ নাসিরুদ্দিন সাক্ষী হিসেবে ৩০৭ ভেড়ার দাম কত ৩০৮ সরবত খাবার পর ৩০৮ বদ্‌মেজাজী কুকুর ৩০৮ উপদেশ ৩০৯ অলস পা ৩০৯ হাকিম এবং কসাইয়ের তফাৎ ৩০৯ তবে? ৩১০ টাকা পয়সা ৩১০ নাসিরুদ্দিনের শার্ট ৩১০ দুজন মোল্লার বদলে একজন চাষা ৩১১ অপমানিত জামাই ৩১১ নীল পুঁতির হার ৩১১ বিচার ৩১২ বুদ্ধিমান ৩১২ ঘুমের ওষুধ ৩১২ নির্ভর করছে কাদের জন্য ৩১৩ লোকটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৩১৩ কোনটা বেশি ভালো ৩১৪ বংশধরদের উদ্বেগ ৩১৪ ছেলেকে শাসন ৩১৪ আরবী ভাষায় লেখা চিঠি ৩১৫ কখন আইন নীরব থাকে ৩১৫ নাসিরুদ্দিন নিজের জমি বিক্রির চেষ্টায় ৩১৫ চটি বিশ্রাম নিচ্ছে ৩১৬ চোরের দল ৩১৬ শক্ত বালিশ ৩১৬ অমর নাসিরুদ্দিন ৩১৭

ভূমিকা

কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন মধ্য এশিয়ায় থাকার সুবাদে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের বহু গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই গল্পগুলির সংখ্যা অনেক। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঐ বিশাল সংগ্রহের খুব সামান্য অংশের সঙ্গেই বাঙালি পাঠক পরিচিত; তা-ও হয়তো ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে। মনে হল এই অসাধারণ গল্পগুলি রুশ থেকে অনুবাদ করে রসজ্ঞ বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। শুরু হল অনুবাদের কাজ। কাজটি সহজ ছিল না। যেহেতু নাসিরুদ্দিন মধ্য এশিয়ার লোক তাই গল্পগুলি রুশ ভাষায় হলেও সেগুলিতে মধ্য এশিয়ার অনেক ভাষা থেকে নেওয়া — যেখানে উজবেক্, তাজিক, কিরগিজ, কাজাক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গল্পগুলি পাঠোদ্ধারে তাই প্রায়শই আমাকে স্থানীয় মানুষের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

অনুবাদের জন্য যে যে গল্পগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলির বাংলা অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি। দ্বিতীয়তঃ গল্প নির্বাচনে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই গল্পগুলি যেগুলি শুধু প্রতিনিধি-স্থানীয় নয়, স্বাদের বৈচিত্র্যেও যেন তারা পাঠককে মুগ্ধ করে। প্রচলিত একটি ধারণা আছে— মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প মানেই দমফাটা হাসির গল্প। ধারণাটা কিন্তু মোটেও ঠিক নয়। হাসির গল্প নিশ্চয়ই আছে এবং সংখ্যায় তারা কম নয়। তবু এমন অনেক গল্প আছে যা মোটেও হাসির নয় কিংবা হাসি থাকলেও হাসির মোড়কে কোনো গভীর সামাজিক অবক্ষয়ের কথা বা কোনো মানসিক বিকারের কথা বলা হয়েছে।

নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু হল— সমাজের নিরীহ তথা নিপীড়িত মানুষগুলির প্রতি ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অত্যাচার ও নিপীড়ন, ওপরতলার মানুষদের শঠতা, স্বার্থপরতা, নির্বুদ্ধিতা, সংকীর্ণতা এবং ছলচাতুরি। মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলির পর্যবেক্ষণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল নাসিরুদ্দিনের। যখনই তার সুযোগ এসেছে তিনি প্রতিবাদ করেছেন কখনো বা ব্যঙ্গোক্তিতে, আবার কখনো বা পরিহাস এবং বিদ্রূপের মাধ্যমে। অনাচারকে ধিক্কার জানিয়েছেন, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। নাসিরুদ্দিনের আক্রমণ থেকে সেদিন কেউই রেহাই পান নি— যতই তিনি কেউকেটা হোন না কেন— রাজা, মন্ত্রী, মোল্লা, কাজী, আমীর, উজির কেউই না। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রবল পরাক্রমশীল তৈমুরলঙ্গকেও রেহাই দেয়নি।

মোল্লা নাসিরুদ্দিন এক অদ্ভুত চরিত্র— সহজ অথচ জটিল। কখনো তাঁকে মনে হয়েছে তিনি এক নিপাট ভালো মানুষ। সহজ সরল একটু বা বোকা; আবার কখনো তাঁকে মনে

হয়েছে এক অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি। মানব চরিত্র তিনি গুলে খেয়েছেন। সমাজের মুখোশ খুলে দেবার জন্যই যেন তাঁকে মাঝে মাঝে বোকা মানুষের ভান করতে হয়েছে। এই গল্পগুলিতে নাসিরুদ্দিনের চরিত্রের নানান দিকগুলি যেমন উদ্ঘাটিত হয়েছে, তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ছবি— সাধ ও সাধ্যের অসঙ্গতি।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের বর্তমান গল্প-সংকলন উজবেক লোকসাহিত্যের একটি অঙ্গ। যেহেতু লোকসাহিত্য, সুতরাং গল্পগুলি কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। যুগে যুগে মানুষের মুখে মুখে ফিরে নানান গ্রহণ বর্জনের পর অবশেষে এই রূপ নিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার আগে পর্যন্ত উজবেকিস্তান ছিল সোভিয়েতেরই অঙ্গরাজ্য। তাই গল্পগুলি উজবেক ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রুশ ভাষায় অনুদিত হয়। উজবেক ভাষায় লিখিত বইটির নাম "বিশ্ববন্দিত মহাজ্ঞানী নাসিরুদ্দিন আফান্দির আজব সত্য কাহিনী।" বইয়ের নামটিকে আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে। উজবেক থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন- এ. রাহিমি এবং এম. শেভেরদিনা। বর্তমান গল্প সংকলনটি মূল রুশের বঙ্গানুবাদ। গল্পগুলিতে নাসিরুদ্দিনের জীবনের বিভিন্ন সময়ের ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই স্বাদ এবং বৈচিত্র্যে প্রতিটি গল্পই অন্য গল্পের থেকে স্বতন্ত্র।

নাসিরুদ্দিনের জন্মস্থান সম্বন্ধে আজও কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। কারও মতে উনি তুরস্কের লোক, আবার কেউ বা বলেন ওঁর দেশ ছিল উজবেকিস্তান অথবা আজারবাইজান। তবে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদরা তাঁকে তুরস্কের বাসিন্দা বলেই চিহ্নিত করেছেন। তুরস্কে তিনি "হোসা নাসিরুদ্দিন" নামে পরিচিত। প্রতি বছর জুলাই মাসে "হোসা নাসিরুদ্দিন" নামে এক আন্তর্জাতিক উৎসব অত্যন্ত ধুমধানের সঙ্গে পালন করা হয়। মজার কথা হল, মোল্লা নাসিরুদ্দিন বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে পরিচিত। তুর্কিরা তাঁকে বলে " হোসা নাসিরুদ্দিন, উজবেকরা বলে "নাসিরুদ্দিন আফান্দি", কাজাকরা বলে থাকে, "কোজা নাসিরুদ্দিন", গ্রীস দেশে তিনি "হোজা নাসিরুদ্দিন" আবার আজারবাইজান আফগান এবং ইরানীরা তাঁকে বলে থাকেন "মোল্লা বা মুল্লা নাসিরুদ্দিন"। আরব এবং পূর্ব আফ্রিকায় তিনি "জুহা নাসিরুদ্দিন" নামে পরিচিত। নাসিরুদ্দিনের সম্মানার্থে ১৯৯৬ সালে ইউনেস্কো ঘোষণা অনুযায়ী "হোসা নাসিরুদ্দিন" সাল হিসেবে পালিত হয়।

মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে নাসিরুদ্দিনের গল্পকথা সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে, এমনকি সভা সমাবেশ বা আনন্দোৎসবেও নাসিরুদ্দিনের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষিত হয়।

নাসিরুদ্দিনের গল্পের প্রথম সংগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় ১৪৮০ শতাব্দীতে। এই গল্পগুলির মাধ্যমে জানা যায় তিনি তুরস্ক দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত আক্‌সেহির শহরের বাসিন্দা সাইদ মোহম্মদ হায়রানীর দরবেশ ছিলেন। লামি সিলেবি নাসিরুদ্দিনকে শিয়াদ হামজারের (১৪ শতাব্দী) সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন।

১৫৩১ শতাব্দীতে তুর্কি ভাষায় নাসিরুদ্দিনের গল্প সংগ্রহে নাসিরুদ্দিনের বৃত্তান্ত উল্লেখিত হলেও তাঁর জীবনকাল এখনো তেমন স্পষ্ট নয়।

যদিও মনে করা হয়ে থাকে যে মোল্লা নাসিরুদ্দিন ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে তিনি তৈমূরলঙ্গের (১৩৩৬ - ১৪০৫) সমসাময়িক। কাজেই এ ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলা মুশকিল। নাসিরুদ্দিনের গল্পে বারবার তৈমূরলঙ্গের উল্লেখ থাকায় রহস্যটি থেকেই যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, এলিভিয়া সিলেবি ১৭ শতাব্দীতে আক্‌সেহিরে নাসিরুদ্দিনের সমাধি পরিদর্শন করেন। সেই সময় তিনি একটি গল্পের সন্ধান পান যেখানে তৈমূরলঙ্গ এবং নাসিরুদ্দিনের পরিচয়ের কথা জানা যায়।

প্রাচ্য দেশগুলিতে সেই সময়ে "সিল্ক রুট" ছিল এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াত করার, সে দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যম। তৈমুরলঙ্গের রাজত্বকালে সমরখন্দের গুরুত্বের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। ১৩ শতাব্দীতে সমরখন্দ ছিল সিল্ক রুটের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র, যেখানে চা-খানা বা সরাইখানার ক্যারাভান এসে থামত এবং লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত নাসিরুদ্দিনের সম্বন্ধে নানান গল্পকাহিনী।

সিল্ক রুটের আওতায় পড়ে মধ্য এশিয়ার দেশ, যেমন কাজাকস্তান, আজিরবাইজান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, তুর্কমেনিস্তান ইত্যাদি। সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে উজবেকিস্তান আসার পর সেখানে রুশ ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়। সেই সময় মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প-সমগ্র রুশ ভাষায় অনুদিত হয়। মধ্যযুগে অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে সমরখন্দের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে প্রচলিত এই সময়ের গল্পগুলিতে তৈমূরলঙ্গের উপস্থিতি প্রায়শই দেখা যায়।

নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলি দেশ ও সময়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে নানান সভ্যতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কাজাকস্তান, এ্যলবেনিয়া, আরব, আর্মেনিয়া, বোস্‌নিয়া, বুলগেরিয়া, চিন, দাগিস্তান, গ্রীস, কুর্দ, মেকেডোনিয়া, পারস্য, সিসিলি, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, ইউগুড় এবং উজবেকিস্তানে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে নির্বাচিত বেশ কিছু গল্প পড়ে মনে হয় তারা যেন পাঠকের কাছে কিছু বক্তব্য বা বার্তা তুলে ধরতে চায়— তা কখনো বা শিক্ষামূলক উপদেশ হিসেবেই হোক অথবা সমাজের বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করেই হোক। তাই গল্প পাঠ শেষ হলেও তার রেশ বহুক্ষণ পর্যন্ত পাঠকের মনে থেকে যায়। তাকে ভাবায়। এই গল্পগুলিতে নাসিরুদ্দিনকে কখনো শিক্ষক, কখনো বা দার্শনিক আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁকে সমাজ-সংস্কারক হিসেবে আমরা পাই।

সমাজের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা, তাদের নানান সমস্যা এবং তার প্রতিফলন ঘটেছে এই গল্পগুলিতে। তাই এই গল্পগুলির বক্তব্য বা বার্তা কোনো বিশেষ সময় বা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে দেশ এবং সময়ের গণ্ডি

অতিক্রম করেছে। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তার এটিই একটি অন্যতম কারণ।

পরিশেষে একটা কথা— তবু নাসিরুদ্দিনের জীবনকাল নিয়ে বিভ্রান্তি থেকেই যাচ্ছে। নাসিরুদ্দিন যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক হয়ে থাকেন তবে তৈমূরলঙ্গের (১৩৩৬ - ১৪০৫) সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা যায় না। অথচ নাসিরুদ্দিনের অনেক গল্পেই তৈমূর চরিত্র হিসেবে প্রবেশ করেছে। তাহলে নাসিরুদ্দিন ত্রয়োদশ না চতুর্দশ শতকের লোক, প্রশ্নটি থেকেই যায়। অথবা এমনও হতে পারে, নাসিরুদ্দিন কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, (তিনি এমনই একটি কাল্পনিক চরিত্র যিনি স্থান কালের সীমানা পেরিয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে গল্পগুলিতে ঢুকে পড়েছেন।) সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ বেদনার অংশীদার হয়েছেন। তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে নিয়ে নতুন নতুন গল্প রচিত হয়ে মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ, ক্ষোভ অনুযোগ, এক কথায় প্রতিষ্ঠান-বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে নাসিরুদ্দিনের গল্পে। সেই অর্থে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলি একান্তভাবেই লোকসংস্কৃতির বা "ওরাল ট্রাডিশনে"র অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভারতী সেনগুপ্ত